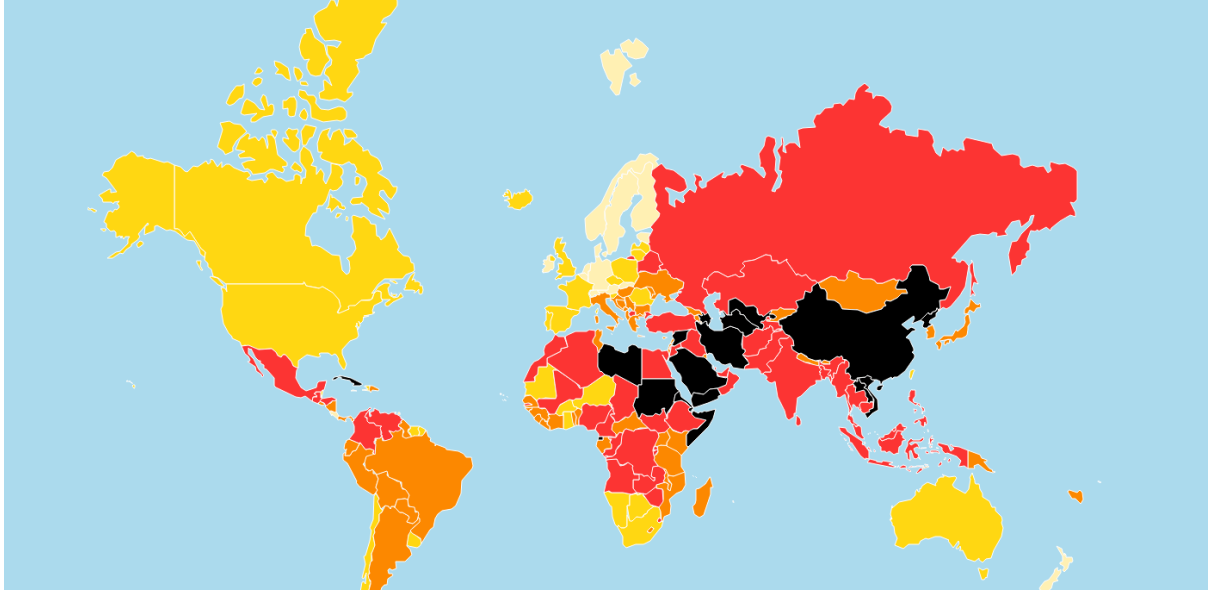


কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে?

দিলীপ ঘোষ



ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স ২০১৬ (বর্ণসংকেতঃ সাদা = ভাল, হলুদ = মোটামুটি ভালো, কমলা = সমস্যাসঙ্কুল, লাল = খারাপ, কালো = খুব খারাপ)

(<http://rsf.org/en/ranking>)

১৯৯০তে প্রথম মানবোন্নয়ন রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর থেকে এই সূচকে ভারতের নিরন্তর পিছিয়ে থাকা নিয়ে মাঝে মাঝেই চায়ের কাপে তুফান ওঠে আমাদের আড়ায়। সরকারই এক তর্কে কথায় কথায় এক বন্ধু বলে বসলেন, “মানবোন্নয়নে এগিয়ে থাকা, পিছিয়ে থাকা এসব হচ্ছে সূচকের খেলা। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মাথাপিছু রোজগার, এ সবের সঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার, তথ্যের অবাধ অধিকার, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এ সবের সূচক জুড়ে দাও, দেখবে ভারত তোমাদের চিন, কিউবা, ভিয়েতনাম কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে কত পেছনে ফেলে দেবে।”

কথাটা খুব অযৌক্তিক ঠেকেনি তখন। হাজার হোক, ভোটের সংখ্যায় পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। সাধারণ পাঠক হিসেবে, রাজনৈতিক নেতাদের “দায়িত্বহীন সংবাদ মাধ্যমের উৎপাতে ক্রমশ দুর্বিসহ হয়ে ওঠা জীবনে”র অন্তহীন অভিযোগ শুনতে শুনতে ধারণা হয়েছিল এই মাধ্যমটি সত্যিই স্বাধীন। আরেকটু দায়িত্ববান হলে, আর একটু কম ‘সেনসেশন’ খুঁজলে, আর একটু কম একপেশে হলে হয়তো আমার

মনোমতো হত, কিন্তু এ দেশে প্রেসের স্বাধীনতা প্রশ্নাতীত। আপন হতে বাহির হয়ে এই ধারণার সত্যাসত্য খুঁজতে বেরোইনি কখনও। ছত্তীসগড়ের জঙ্গলে, শ্রীনগরের গলিতে, হাজার একটা বেআইনি কাজ হয়ে চলা আদিবাসী এলাকা, উত্তর পূর্ব ভারতের আনাচে কানাচে, সবখানেই কি এই কথাটা সমান সত্যি?

কৌতুহল মেটাতে কোথাও আলাদা করে খুঁজতে যেতে হল না। কেবল অন্তর্জালে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করেই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল। সদ্য সদ্য, ২০১৬ সালের ২১শে এপ্রিল প্রকাশিত হয়েছে ‘রিপোর্টারস উইদআউট বর্ডারস’ -এর ২০১৬ সালের ‘ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স’ (<http://rsf.org/en/ranking>) । ১৮০ টা দেশকে নিয়ে তৈরি প্রতিবেদনে ১৩৩ নম্বর স্থানে আছে ভারত। অ্যাতো নীচে কেন? কী কী দেখা হয় সূচকে?

সাতটা সূচকের ভিত্তিতে তৈরি হয় এই তালিকা। সেগুলি হল ১) বহুত্ব (Pluralism) – সব ধরনের মতামত সংবাদে প্রতিফলিত হয় কি না? ২) সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা (Media independence) – রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সরকারি এবং বাণিজ্যিক প্রভাব ছাড়াই মাধ্যম নিজের মতো কাজ করতে পারেন কি না? ৩) কাজের পরিবেশ এবং স্ব-নিয়ন্ত্রণ (Environment and self-censorship) – কাজের সাধারণ পরিবেশ, ৪) আইনি কাঠামো (Legislative framework) – দেশের আইনকানুন কতটা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে দেয় সংবাদ মাধ্যমকে, ৫) স্বচ্ছতা (Transparency) – দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ, ৬) পরিকাঠামো (Infrastructure) – দেশের পরিকাঠামো সংবাদ সংগ্রহ এবং উৎপাদনে কতটা সহায়ক; ৭) শেষ সূচক সাংবাদিক উৎপীড়ন এবং হিংসা (Abuses) – কত জন সাংবাদিক উৎপীড়িত হয়েছেন, কী ভাবে, কত দিন ধরে ইত্যাদি। প্রতিটি সূচকে ০ থেকে ১০০ নম্বরের মধ্যে মাপা হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ ইনডেক্সটি তৈরির জন্য আগে প্রথম ছ’টি সূচক নিয়ে স্কেল ‘এ’ তৈরি করা হয়। তারপর উৎপীড়নের সূচকটি সঙ্গে নিয়ে স্কেল ‘বি’ তৈরি হয়। স্কেল এ এবং বি এর মধ্যে যেটি বড় সেটিকেই সেই দেশের সূচক বলে গণ্য করা হয় (<http://rsf.org/en/detailed-methodology>)। এটা করার কারণ এই যে অনেক দেশে সংবাদ এত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত যে সাংবাদিকদের ওপর অত্যাচার করার প্রয়োজন থাকে না। তারা যেন সেই সুবাদে বেশি নম্বর না পেয়ে যায়। প্রথম ছ’টি সূচকের জন্য কুড়িটা ভাষায় একটা দীর্ঘ প্রশ্নপত্র (http://rsf.org/sites/default/files/indexquestionnaire_anglais.pdf) অনলাইনে পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয় নির্দিষ্ট দেশের সাংবাদিক, আইনজীবী,

সমাজবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। সপ্তম সূচক ‘উৎপীড়নে’র তথ্য সংগ্রহ করেন সংস্থার নিজস্ব বিশেষজ্ঞরা।

২০১৬ সালের ইনডেক্সের প্রথম ১০টি দেশ হল ১) ফিনল্যান্ড, ২) নেদারল্যান্ড, ৩) নরওয়ে, ৪) ডেনমার্ক, ৫) নিউজিল্যান্ড, ৬) কোস্টা রিকা, ৭) সুইজারল্যান্ড, ৮) সুইডেন, ৯) আয়ারল্যান্ড, এবং ১০) জামাইকা। (http://rsf.org/en/ranking_table) এ বছরের তালিকায় ১৩৩ নং দেশ ভারত নিয়ে প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে (<http://rsf.org/en/india>) বলা হয়েছে, সাংবাদিক এবং রূগার – রা বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর দ্বারা আক্রান্ত, কাশ্মীর ইত্যাদি কিছু জায়গায় সংবেদনশীলতার অছিলায় সংবাদ সংগ্রহ করা দুর্কহ। রাষ্ট্র সাংবাদিকদের নিরাপত্তা দিতে উদ্যোগী তো হচ্ছেই না, উলটে সংবাদমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়তে উৎসাহী। প্রসঙ্গত ২০১৫-র প্রতিবেদনে ভারতের অবস্থান ছিল ১৩৬-এ। এবারে তিন ধাপ উঠেছে। প্রতিবেদনটি নেড়েচেড়ে মনে হল সাংবাদিক উৎপীড়ন ভারতের পিছিয়ে থাকার অন্যতম প্রধান কারণ।

সাংবাদিক উৎপীড়নের বিষয়টি মাঝে মাঝে আলোচিত হয় সব মাধ্যমেই। বিশেষত যখন নির্বাচন ইত্যাদি বৃহৎ কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। কিন্তু মাত্রাটি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ধারণা সম্ভবত নেই সাধারণ পাঠক-শ্রোতা-দর্শকদের। এসব বড় কর্মসূচি মিটে গেলে সাংবাদিক উৎপীড়ন নিয়ে খুব একটা মাথাও ঘামায় না কেউ। বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টস’ ২০০৮ সাল থেকে প্রতি বছর প্রকাশ করে আসছেন গ্লোবাল ইমপিউনিটি ইনডেক্স বা বিশ্ব শাস্তিহীনতা সূচক। যে দেশগুলিতে সাংবাদিক উৎপীড়নে শাস্তি নেই বা কম তাঁরাই অন্তর্ভুক্ত হন এই তালিকায়। সাম্প্রতিকতম সংস্করণটি ২০১৫ সালের

(<https://cpi.org/reports/2015/10/impunity-index-getting-away-with-murder.php#index>)

শাস্তিহীনতায় সবচেয়ে খারাপ ১৪টি দেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই তালিকায়। এঁরা ১লা সেপ্টেম্বর ২০০৫ থেকে ৩১ অগস্ট ২০১৫ -র মধ্যে যে সব দেশে পাঁচ বা তার চেয়ে বেশী সাংবাদিক হত্যার কোনও কিনারা হয়নি, বা কেউ দোষী সব্যস্ত হয়নি, কেবল তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করেছেন ২০১৫-র তালিকায়। নিহত সাংবাদিকের সংখ্যা এবং জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী স্কের তৈরি হয়। ভারত এ বছরের তালিকায় ১৪ নম্বরে ঠাঁই পেয়েছে। গ্লোবাল ইমপিউনি ইনডেক্স ২০১৫-র ১৪টি দেশগুলির পাশে ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স ২০১৬ তে তাদের ক্রম এবং প্রাপ্ত নম্বর মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। নীচের সারণিতে সেই চেষ্টাই করেছি।

গ্লোবাল ইমপিউনিটি ইনডেক্স ২০১৫					ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স ২০১৬	
ক্রম	দেশ	শাস্তি না হওয়া মামলা	জন সংখ্যা (লক্ষ)*	স্কোর	ক্রম (১৮০টি দেশের মধ্যে)	স্কোর
১	সোমালিয়া	৩০	১০৫	২.৮৫৭	১৬৭	৬৫.৩৫
২	ইরাক	৮৪	৩৪৮	২.৪১৪	১৫৮	৫৪.৩৫
৩	সিরিয়া	১১	২২২	০.৪৯৬	১৭৭	৮১.৩৫
৪	ফিলিপিনস	৪৪	৯৯১	০.৪৪৪	১৩৮	৪৪.৬৬
৫	দক্ষিণ সুদান	৫	১১৯	০.৪২০	১৪০	৪৪.৮৭
৬	শ্রীলঙ্কা	৫	২০৬	০.২৪২	১৪১	৪৪.৯৬
৭	আফগানিস্তান	৫	৩১৬	০.১৫৮	১২০	৩৭.৭৫
৮	মেক্সিকো	১৯	১২৫৪	০.১৫২	১৪৯	৪৯.৩৩
৯	পাকিস্তান	২২	১৮৫০	০.১১৯	১৪৭	৪৮.৫২
১০	রাশিয়া	১১	১৪৩৮	০.০৭৬	১৪৮	৪৯.০৩
১১	ব্রাজিল	১১	২০৬১	০.০৫৩	১০৪	৩২.৬২
১২	বাংলাদেশ	৭	১৫৯১	০.০৪৪	১৪৪	৪৫.৯৬
১৩	নাইজিরিয়া	৫	১৭৭৫	০.০২৮	১১৬	৩৫.৯০
১৪	ভারত	১১	১২৯৫০	০.০০৮	১৩৩	৪৩.১৭

দু'টি তালিকা আলাদা পদ্ধতিতে আলাদা আলাদা সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তৈরি করেছে। কিন্তু মোটামুটি ভাবে প্রাপ্ত স্কোর একে অপরকে সমর্থন করে। যে সব দেশ ইমপিউনিটি ইনডেক্সে স্থান পেয়েছে, তারা প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে পিছিয়ে। তালিকাভুক্ত দেশগুলোর আর্ধেকের বেশি গণতান্ত্রিক। এদের বিচার-ব্যবস্থাও সুপ্রতিষ্ঠিত। তা সত্ত্বেও গত দশ বছরের মোট সুরাহা না হওয়া সাংবাদিক হত্যার ৮৩ শতাংশ এই ক'টা দেশেই। এই ১৪টির মধ্যে ন'টি দেশ ২০০৮ সালে এই তালিকা প্রথম প্রকাশিত হবার পর থেকেই অন্তর্ভুক্ত হতে থাকছে প্রতি বছর। নিহত সাংবাদিকদের ৯৬ শতাংশই স্থানীয়। প্রত্যেক দেশের নিহত সাংবাদিকদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে এই কমিটির ওয়েবসাইটে। ১৯৯২ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ভারতে ৩৮ জন সাংবাদিক নিশ্চিতভাবেই পেশাগত কারণে নিহত

হয়েছেন। এ ছাড়াও আছেন আরও ২৩ জন সাংবাদিক। যাদের নিহত হবার কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত নয় কেউ। (<https://cpj.org/killed/asia/india/>)

রিপোর্টগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বেশ ভয় ভয় করছিল। এদেশে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কারণে যে সব পেশার মানুষের সঙ্গে আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরা সখ্য রাখতে উৎসাহী, সেই তালিকায় প্রশাসক, আইনজীবী, পুলিশ, চিকিৎসকদের পাশাপাশি সাংবাদিকরাও থাকেন। “ওমুক কাগজের বা ওমুক চ্যানেলের তমুক আমার বন্ধু” এ তথ্যটা বেশ জাঁক করে প্রকাশ করে থাকেন সাধারণ মানুষ। সেই পেশার এত জন আমাদের এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিহত হবার পরেও বিচার পাননি সেটা দুশ্চিন্তার। যে দু’টি সংস্থা প্রতিবেদন দু’টি প্রকাশ করেছে, তারা মনে করছে না আমাদের রাষ্ট্র এ নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন। একটি সংবাদে দেখছি প্রিন্ট মিডিয়া যারা নিয়ন্ত্রণ করে, সেই প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া সাংবাদিক হত্যায় রাষ্ট্রীয় উদ্বিগ্নতার প্রতিবাদ জানাবেন প্রতি বছর ২ নভেম্বরে দু’মিনিটের জন্য সমস্ত সংবাদ প্রচার বন্ধ করে। তাদের হিসেব অনুযায়ী গত দু’দশকে ভারতে ৮০ জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে এবং কারও শাস্তি হয়নি এযাবৎ। তারা মনে করছে, এই শাস্তিহীনতার একটা বড় কারণ সাংবাদিক হত্যার অপরাধকে আলাদা আইনি গুরুত্ব না দেওয়া। (<http://timesofindia.indiatimes.com/india/PCI-for-two-minute-silence-in-newsrooms-on-November-2/articleshow/48536066.cms>)

তার চেয়েও বড় দুশ্চিন্তার বিষয় হল সমস্ত বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের অদ্বুত নীরবতা। ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স ২০১৬ প্রকাশিত হবার কথা আন্তর্জালে না খুঁজলে জানতেই পারতাম না। নামী কাগজগুলির মধ্যে কেবল ‘ডেকান হেরাল্ড’ এই রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্য দেশের তুলনায় ভারতের অবাধ সংবাদমাধ্যমের সূচকে পিছিয়ে থাকা নিয়ে কোনও টিভি চ্যানেলে উল্লেখ নেই, তর্কাতর্কি নেই, কোনও তেজি অ্যাক্সর গলা ফাটাচ্ছেন না এ সব নিয়ে। গ্লোবাল ইমপিউনিটি ইনডেক্স ২০১৫ বা তার আগের বছরের সংস্করণগুলির কথাও কোথাও দেখছি বা পড়েছি বলে মনে করতে পারছি না। এটা না থাকার মূল্য কাদের দিতে হচ্ছে তাই নিয়েও কিছু জানিনা আমরা! আহা-নিদ্রা-ভরতুকি তৃপ্ত মধ্যবিত্তরা দিচ্ছেন না অবশ্যই।

শিনা বরা, কিশ্বা নির্ভয়া, কিশ্বা মৃতদেহ আগলে বসে থাকা মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ সংবাদমাধ্যমে যে গুরুত্ব পান, সত্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে প্রাণ খোয়ানো সাংবাদিক সেটা পান না কেন? এ বিষয়ে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় সংবাদব্যক্তিত্ব রাজদীপ সরদেবশাইর এই মন্তব্যটি সঠিক কিনা জানিনা, কিন্তু প্রণিধানযোগ্য। ইচ্ছা করেই অনুবাদ করা থেকে বিরত থাকলাম। “There is little solidarity among journalists. There is ‘outrage’ over the most banal issues but not for journalists who are killed, particularly outside the big cities.....Journalists have been their own worst enemy, They are ridden with internal rivalries and some of them have even become blackmailers. Then there are those that have allied themselves to corporate houses or political parties.....” <http://www.thequint.com/india/2015/06/22/two-journalists-killed-in-a-month-why-are-we-silent>

কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে? আমরা সবাই।